ডিএসসিএসসি ২০১৬-২০১৭ কোর্সের গ্রাজুয়েশন সেরিমনি অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বুধবার, ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, শেখ হাসিনা কমপ্লেক্স, ডিএসসিএসসি, মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

তিন বাহিনী প্রধানগণ,

কমানড্যান্ট, ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ,

কোর্স সমাপনকারী অফিসারবৃন্দ,

এবং সমবেত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী প্রদানের আজকের অনুষ্ঠানে সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন। গ্রাজুয়েশন সম্পন্নকারীদের জন্য আজ একটি বিশেষ দিন। দীর্ঘ প্রায় ১০ মাস অক্লান্ত পরিশ্রমের পর আজ তাদের পূর্ণতাপ্রাপ্তি ও আনন্দের দিন।

সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজ বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী এবং স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। এই বিদ্যাপীঠ থেকে ডিগ্রী অর্জন যে কোন সামরিক অফিসারের জন্য অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা ও গৌরবের বিষয়। আর তাই সাফল্যের সঙ্গে আজ যারা কোর্স সম্পন্ন করে গ্রাজুয়েট হ'ল, তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ,

ভাষা আন্দোলনের এই মহান মাসে আমি বীর ভাষা শহীদদের স্মরণ করছি। আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ ও ২-লাখ নির্যাতিত মা-বোনের প্রতি।

সশস্ত্র বাহিনী একটি দেশের জাতীয় সম্পদ এবং জাতীয় মর্যাদা ও সার্বভৌমত্বের একটি অন্যতম উপাদান। এই উপলব্ধি থেকেই জাতির পিতা স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে একটি সুশৃঙ্খল ও পেশাদার সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে এ কলেজ প্রতিষ্ঠালাভ করে।

বর্তমানে আমাদের এই স্টাফ কলেজ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও এক অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এ জন্য আমরা অত্যন্ত গর্বিত।

শুরু থেকে এ পর্যন্ত স্টাফ কলেজে সেনাবাহিনীর ৪১টি, নৌ-বাহিনীর ৩৫টি এবং বিমান বাহিনীর ৩৭টি স্টাফ কোর্স সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়েছে। এরমধ্যে ৪০টি বন্ধুপ্রতীম দেশের ৯৯৮ জন অফিসারও এ কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী অর্জন করেছেন। তারা সকলেই নিজ নিজ দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন।

আমাদের স্টাফ কলেজের জন্য এটি একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলে আমি মনে করি। এই সাফল্যের জন্য আমি কলেজের সাবেক ও বর্তমান কমান্ড্যান্ট, অনুষদ সদস্যবৃন্দ ও সকল অফিসারকে জানাই আমার অভিনন্দন।

প্রিয় গ্রাজুয়েট অফিসারবৃন্দ,

আজকের দিনটি নিঃসন্দেহে তোমাদের জীবনের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য একটি দিন। কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে আজ তোমরা সমর বিজ্ঞানের উপর উচ্চতর জ্ঞান লাভ করেছ। আমার বিশ্বাস, এ প্রশিক্ষণ অর্পিত দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালনে এবং যেকোন ধরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তোমাদের আরও আত্মপ্রত্যয়ী হতে শেখাবে। শুধু তাই নয়, এখন থেকে আরও বড় ধরণের নেতৃত্ব প্রদানে তোমরা নিজেদের প্রস্তুত রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, এ বছর মোট ১৪ জন মহিলা অফিসার গ্রাজুয়েট হয়েছেন। প্রতিবছর মহিলা অফিসারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সশস্ত্র বাহিনী তথা বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের দিক-নির্দেশক হিসেবে কাজ করছে।

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, গ্রাজুয়েট অফিসারদের সহধর্মিণীগণ প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে বিভিন্ন গঠনমূলক ও সামাজিক কর্মকান্ডে সমানভাবে অংশ নিয়েছেন। আমি তোমাদের সকলের পেশাগত, পরিবারিক ও সামাজিক জীবনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

Dear Foreign Graduates,

I firmly believe that during your stay, you have gained valuable experience and understanding about the people and culture of this land. I hope your empathy and appreciation for Bangladesh will create you as our goodwill ambassador in your respective countries. Please do convey my regards to your government, all members of the Armed Forces and your nation.

সুধিমন্ডলী,

সশস্ত্র বাহিনী আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের মূর্ত প্রতীক। প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার সুমহান দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আমাদের দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাক মোকবিলায়ও প্রশংসনীয় অবদান রাখছেন। দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম, অবকাঠামো নির্মাণ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও আমাদের সশস্ত্র বাহিনী অসামরিক প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে আসছেন।

শুধু দেশে নয়, বহির্বিশ্বেও বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে প্রশংসা ও সুনাম অর্জন করেছেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের অধীনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শান্তিরক্ষা, গণতন্ত্রের পথে উত্তরণ, সামাজিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনাসহ পুনর্গঠন কার্যক্রমে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখছেন। তাঁদের সাফল্যে সারাবিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ বিশ্বব্যাপী একটি উদ্বেগজনক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের কারণ, উৎস ও প্রতিকারের উপায় নিরূপন জরুরি। আমাদের সরকার জঙ্গি নির্মূল ও সন্ত্রাসবাদ দমনে প্রয়োজনীয় সব রকম ব্যবস্থা নিয়েছে।

সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার পাশাপাশি আইনশৃঙখলা বাহিনীকে প্রশিক্ষিত ও প্রস্তুত রেখেছি। বাংলাদেশের মাটি সন্ত্রাস বা বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতার জন্য কাউকে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। মুক্তিযোদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে আমাদের মর্যাদা বিশ্বে অক্ষুণ্ন থাকবে।

বর্তমানে বিশ্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নতুন নতুন পরিবর্তনের ফলে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা ও দায়িত্বে এখন যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা। সুতরাং সশস্ত্র বাহিনীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমেও পরিবর্তিত সময়ের এই চাহিদার প্রতিফলন থাকা প্রয়োজন। সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে বলে আমি অবহিত হয়েছি।

সুধিমন্ডলী,

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফায় ১৯৬৬ সালেই পূর্ব বাংলায় নৌ-বাহিনীর সদরদপ্তর স্থাপনের দাবী উত্থাপন করেন। আমাদের দেশ নদীমাতৃক। আন্তর্জাতিক আদালতে আইনী প্রক্রিয়ায় জয়লাভ করে বিশাল সমুদ্রসীমায় আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উন্মোচিত হয়েছে ব্লু ইকোনোমির সম্ভাবনাময় দুয়ার।

আমরা এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে নৌ-বাহিনীকে ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলেছি। স্বাধীনতার ৪৬ বছরেও আমাদের নৌবাহিনীর সাবমেরিন ছিল না। সাম্প্রতিক অত্যাধুনিক সাবমেরিন যুদ্ধ জাহাজ নৌ বাহিনীতে যুক্ত হয়ে আমাদের সক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়েছে। আক্ষরিকভাবেই বাংলাদেশ নৌবাহিনী এখন ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ফোর্সেস গোল ২০৩০-এর আওতায় আমরা একইভাবে সেনা ও বিমান বাহিনীতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ এবং চৌকস ও পেশাদারভাবে গড়ে তুলছি। এ লক্ষ্যে বিমান বাহিনীতে যুক্ত হয়েছে এফ-৭ বিজি যুদ্ধবিমানসহ হেলিকপ্টার ও অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র। বিমান বাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে নতুন নতুন ইউনিট, বৃদ্ধি পেয়েছে জনবল। অনুমোদিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু এ্যারোনটিক্যাল সেন্টার এবং পূর্ণাঙ্গ ঘাঁটি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে বঙ্গবন্ধু ও কক্সবাজার বিমান ঘাঁটি।

সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে নতুন সংযোজিত ট্যাংক, এপিসি, সেল্ফ প্রোপেল্ড আর্টিলারী গান, ট্যাংক বিধ্বংসী মিসাইল এর পরিচালনায় পারদর্শিতা, মেইনটেন্যান্স কাজে পেশাদারিত্ব ও সেনাবাহিনীর সার্বিক সক্ষমতায় আমরা সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হতে পারি।

সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজের অবকাঠামোগত সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আমাদের সরকার ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় স্টাফ কলেজের বহুতল একাডেমিক ভবনসহ আরও কিছু উল্লেখযোগ্য স্থাপনা নির্মিত হয়েছে।

উপস্থিত সুধিবৃন্দ,

আমরা দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছি। দারিদ্র্যসীমা ২০০৫ সালে থাকা ৪০% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৫ সালে ২২ দশমিক ৪ শতাংশ হয়েছে। মাথাপিছু আয় বর্তমানে ১ হাজার ৪৬৬ মার্কিন ডলার। ২০০৫-০৬ সালে যেখানে রপ্তানি আয় ছিল ১০ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সেখানে বর্তমান অর্থবছরে তা ৩৪ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছছে। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বর্তমানে ৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের উপর। আমাদের উন্নয়ন প্রকল্পের ৯০% নিজস্ব অর্থায়নেই বাস্তবায়ন করছি।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানিখাতের উন্নয়ন বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী ও বেগবান করবে। গত ৮ বছরে দেশে ১০৫টি নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ১৫ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করেছি। দেশের ৭৮% মানুষ এখন বিদ্যুতের সুবিধা ভোগ করছেন। দেশে অফগ্রীড এলাকার ৪৫ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। আমাদের রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী আগামী ২০২১ সালের মধ্যে দেশের শতভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ দিতে সক্ষম হব, ইনশাআল্লাহ।

আমরা ফার্স্ট ট্র্যাক প্রকল্প গ্রহণ করেছি। গভীর সমুদ্রবন্দর, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, মেট্রোরেল, আন্তঃদেশীয় রেল প্রকল্প এবং এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ও কর্ণফুলি নদীর তলদেশে দেশের প্রথম টানেল নির্মাণের কাজ এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণ করা হচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি, এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে আমাদের অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে।

সুধিমন্ডলী,

গ্রাজুয়েট অফিসারবৃন্দ ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের পুনরায় অভিনন্দন জানাচ্ছি। একইসঙ্গে সবার কর্মময় জীবনের সফলতা ও উন্নতি কামনা করছি। পরিশেষে মহান আল্লাহতায়ালার কাছে কামনা করি আমাদের দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার তৌফিক দেন। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীকে বিশ্বের দরবারে আরও সমুজ্জ্বল করেন।

আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...